লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) সম্পর্কে অবহিত হউন ও প্রতিরোধ করুন

আতংক নয়, সচেতন হই”

লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক চর্মরোগ যা শুধু গরু ও মহিষের হয়। এই রোগে আক্রান্ত গরু ও মহিষের চামড়ায় চাকা চাকা ঘা দেখা দেওয়ায় সহজেই চেনা যায়। এই রোগে মানুষ আক্রান্ত হয় না। রোগর সুপ্তকাল ৪-১৪ দিন। আক্রান্তের হার ১০-১২% ও মৃত্যুর হার ১-৫%।

রোগের লক্ষণ

- প্রথম পর্যায়ে আক্রান্ক প্রাণির জ্বর ১০৩-১০৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয় ও সারা শরীরে ব্যাথা হয় ও খাবারে অরুচি দেখা দেয়;
- শরীরের বিভিন্ন অংশ যেমন-পা, গলাকম্বল ফুলে ওঠে;
- মুখ থেকে লালা ঝরবে ও গরু খুড়িয়ে হাটবে;
- লিম্ফনোড ফুলে যায়, বুকে, ওলান ও পায়ে পানি জমা হবে;
- গর্ভপাত ঘটতে পারে;
- দূর্বলতা ও নিস্তেজ ভাব হবে।

রোগটি যেভাবে ছড়ায়

- মশা, মাছি, আঠালী ও মাইটের মাধ্যমে এই রোগটি দ্রুত এক প্রাণি থেকে অন্য প্রাণিতে ছড়ায়;
- আক্রান্ত গরুর লালা, দুধ, চোখ ও নাকের পানির মাধ্যমে ছড়ায়;
- প্রাণি স্থানান্তরের মাধ্যমে এই রোগ ছড়ায়;
- আক্রান্ত প্রাণি পরিচর্যাকারী, প্রাণি চিকিৎসক বা ভ্যাক্সিন প্রদানকারীর মাধ্যমেও রোগটি সুস্থ্য প্রাণিতে ছড়াতে পারে;
- একই সিরিঞ্জ ব্যবহারের মাধ্যমে আকান্ত প্রাণি থেকে সুস্থ্য প্রাণিতে।

রোগ নিয়ন্ত্রনে পরামর্শ

- খামার/গোয়ালঘর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা;
- খামারে জীব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কীট পতঙ্গ, মশা, মাছি, আঠাঁলী ও মাইট নিয়ন্ত্রন করা;
- খামারের আক্রান্ত প্রাণি দ্রুত অনত্র সরিয়ে নেয়া এবং মশারীর ভিতরে রেখে চিকিৎসা ব্যবস্থা নেয়া।

চিকিৎসা

- যেহেতু ভাইরাস দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়, সেহেতু কোন এন্টিবায়োটিক এ রোগে কোন কাজ করে না, উপরন্ত এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের ফলে প্রাণি দূর্বল হয়ে পড়ে। তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে সংক্রমনের জন্য ভেটেরিনারি চিকিৎসকের সাথে পরামর্শে এন্টিবায়োটিকসহ এন্টিহিস্টামিনিক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রতি ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য প্যারাসিটামল ট্যাবলেট- ২ টি, খাবার সোডা- ৫০ গ্রাম, নিমপাতা বাটা- ৫০ গ্রাম, লবন- ৫০ গ্রাম, গুড়- ৫০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে একত্রে মিশ্রিত করে সকাল- বকাল ৭ দিন সেবন করলে লাম্পি স্কিন ডিজিজ উপসম হয়ে যায়।
- আক্রান্ত প্রাণির ঘা/ক্ষতস্থানে টিংচার আয়োডিন, পভিসেপ বা পটাসিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট দ্বারা ধৌত করা।
- প্রাণি খাওয়া বন্ধ করলে স্যালাইন দিতে হবে।
- অন্যান্য পরিচর্যা নিয়মিত করতে হবে।

সতর্কতা

- ডাইক্লোফেনাক ও কিটোপ্রোফেন জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না।

প্রতিরোধ

- গোট পক্স টিকা সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- মশা, মাছি, আঠাঁলী ও মাইট দমন করতে হবে।
- চিকিৎসার সময় নতুন সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে।
- খামার পরিস্কার রাখতে হবে ও জীব নিরাপত্তা বজায় রাখতে হবে।

প্রচারে : উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।